AKASHVANI (AIR)
RNU : KOLKATA
Bengali Text Bulletin
Date: 25.10.2024 Time: 7.50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দানা স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর শক্তি হারিয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এরাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব না পড়লেও তার জেরে টানা বৃষ্টিতে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জনজীবন ব্যাহত। পাথরপ্রতিমার মৃত্যু হয়েছে এক ছাত্রের।

২) মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে শস্য বিমায় নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন।

বিজেপি অবশ্য রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছে।

৩) উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

৪) রাজ্যে, ৬'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়সীমা আজ শেষ হয়েছে।

প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় দানা স্থলভাগে আছড়ে পড়ার পর কিছুটা দুর্বল হয়ে উত্তর ওড়িশা বরাবর পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। আজ বেলা আড়াইটে নাগাদ ভদ্রকের ৪০

কিলোমিটার উত্তর উত্তর পশ্চিমে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। এরপর আরও শক্তি হারিয়ে আগামী ১২ ঘন্টায় তা নিম্নচাপের রূপ নেবে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের ওপর না পড়লেও আজ সকাল থেকে রাজ্যের উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারি বৃষ্টি চলেছে।

পাথরপ্রতিমায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রের। শুভজিত্ দাস নামে শ্রীধর নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এল প্লটের বছর ১৬-র ঐ কিশোর বাড়ির উঠোনে হেলে পড়া গাছের ডাল কাটতে গেছিল। সেই ডালে বিদ্যুতের খুঁটি থেকে জড়িয়ে থাকা তারা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় শোকার ছায়া।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী আজ নবান্নে এক পর্যালোচনা বৈঠকে মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের নির্দেশ দেন। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঐ বৈঠকে সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২ লক্ষ ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দানার প্রভাবে রাজ্যে অনেক কাঁচা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। কোথায় কত ফসল নষ্ট হয়েছে, এব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ফসল নষ্ট হলে কৃষকদের ক্ষতিপূরণেরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, বাংলার শস্য বীমায় নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা ৩০ শে নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

বাইট মমতা এগ্রিকালচার

দুর্যোগে যাদের বাড়ি ভেঙে গেছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষজন যাতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নিজেদের বাড়ি না ফেরেন, তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি জমা জল থেকে মশাবাহিত বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করে মশারি বিলিরও পরামর্শ দেন। বিপর্যস্ত এলাকায় আরও দুদিন জাতীয় ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী মোতায়েন থাকবে বলে তিনি জানান। মুখ্যমন্ত্রী গতকাল থেকে একটানা প্রায় ২৮ ঘন্টা কাটানোর পর আজ বিকেলে নবান্ন থেকে বেরোন।

এদিকে, দানার প্রভাবে কলকাতায় বিকেল সাড়ে ৫ টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে ১১৬ দশমিক ২ মিলিমিটার। সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে যোদপুরপার্কে ১৬৩ মিলিমিটার, এছাড়া পাটুলিতে ১২৯, বালিগঞ্জ ও কামডহরীতে ১২৪ মিলিমিটার করে, মোমিনপুরে ১১১, তপসিয়ায় ১০৯ ও চেতলায় ১০৭ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

আজ সকাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে ডায়মন্ডহারবারে, ৯৩ মিলিমিটার। এছাড়া কলাইকুন্ডায় ৯১, সাগরদ্বীপে ৯০, খড়গপুরে ৮৮ ও হলদিয়ায় ৮০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে তিন নম্বর এবং সাগরদ্বীপে এক নম্বর বিপদসীমা জারি করা হয়েছে।

বৃষ্টিতে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় জল জমে গেছে। লোয়ার রডন স্ট্রীটে হাঁটুর ওপর জল। এছাড়া সেন্ট্রাল এভ্যিনিউ, এম জি রোড, হসপিটাল রোগ, বিধান সরণী, আমহাস্ট্রীট, ঠনঠনিয়া, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, এসএসকেএম হাসপাতাল, এনআরএস,

ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ, ক্যামাকস্ট্রিট, পার্কস্ট্রিট, লেক গার্ডেন্স, যোধপুরপার্ক, কালিঘাট, বালিগঞ্জ, বেহালা, মোমিনপুরও জলমগ্ন। জল জমেছে বিধানসভা ভবন ও কলকাতা পুরসভার কন্ট্রোল রুমের সামনেও। বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটও প্রায় জনশূন্য। বাসের সংখ্যাও খুবই কম। আমাদের প্রতিনিধি অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন,

ভয়েসকাস্ট

এদিকে, বিজেপি রাজ্য মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য্য বলেছেন, কলকাতায় নিকাশি ব্যবস্থার কোনোরকমই উন্নতি হয়নি। শহরের বিভিন্ন এলাকায় ৩০ বছর আগে যেভাবে জল জমত, এখনও সেই একই চিত্র।

বাইট শমীক

এর পাল্টা হিসাবে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন, আগে যেখানে ২-৩ দিন জল জমে থাকতো, প্রশাসনের তৎপরতায় এখন সেখানে দু-তিন ঘন্টাতেই জল নেমে যাচ্ছে।

বাইট ফিরহাদ

দানার প্রভাবে রাজ্যের বিভিনন্ এলাকায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। অনেক জায়গা বিদ্যুত্ বিহীন। বিদ্যুত্ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ স্টলেকের বিদ্যুত্ ভবনে দানায় প্রভাবিত রাজ্যের ৮ টি জেলার বিদ্যুত্ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভিটিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সর্বশেষ পরিস্থিত পর্যালোচনা করে দেখেছেন। জল কমলে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সর্বত্র বিদ্যুত্ পরিষেবা স্বাভাবিক করা, মাইকিং করে গ্রাহকদের সচেতন করা, বিদ্যুত্ দপ্তর ও সিইএসসি-র নির্দিষ্ট ফোন নম্বর বা হোয়াটস অ্যাপে জানানোর জন্য তিনি নির্দেশ দেন।

দানার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা। তারপরই দক্ষিণ ২৪ পরগণা। আমাদের জেলা সংবাদদাতা জানাচ্ছেন,

ভয়েসকাস্ট

উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার শূন্য পদে নিয়োগের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ না করে জানানো হয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ হবে।

উল্লেখ্য ১৪ হাজারের বেশি শূন্য পদে নিয়োগের নির্দেশকে সংরক্ষণ নীতির বিরোধী বলে উল্লেখ করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কয়েকজন চাকরীপ্রার্থী। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জট তৈরি হয়। সর্বোচ্চ আদালতের আজকের নির্দেশের জন্য এই জট কাটল বলে মনে করা হচ্ছে।

আগেই জানানো হয়েছে, উচ্চ প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আগামী ১১ই নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া শুরু করবে। ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে।

রাজ্যে, ৬'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে আজ মেদিনীপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রর্থী শ্যাম কুমার ঘোষ ও মাদারিহাট আসনে চাম্প্রোমারি প্রার্থী পদ দাখিল করেন। মোট ৪৩ টি মনোনয়ন জমা পড়েছে।

নৈহাটি, হাড়োয়া, তালডাংরা, সিতাই, মাদারিহাট এবং মেদিনীপুর এই ৬ টি আসনে ভোট নেওয়া হবে ১৩ ই নভেম্বর। সোমাবর ২৮ শে অক্টোবর জমা পড়া মনোনয়ন পত্র গুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন বুধবার ৩০ তারিখ।

---------- ----------